৯ জানুয়ারি ২০১৪

বার্তা সম্পাদক সমীপে
দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/বাসস/বিটিভি/এটিএন বাংলা/এটিএন নিউজ/ চ্যানেল '৭১/আর টিভি/ চ্যানেল আই/ মাই টিভি/দেশ টিভি/বৈশাখী চ্যানেল/বাংলা ভিশন/ মাছরাঙা টেলিভিশন/ ইউএনবি/ডিডি বাংলা- খাস খবর।

বিষয়: দেশব্যাপী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সহিংস সন্ত্রাসী হামলা, নির্যাতনের প্রতিবাদে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মানববন্ধন অনুষ্ঠিত।

মানব বন্ধনে বক্তারা বলেন আমরা জানি নির্বাচন হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ। কিন্তু দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী একটি সহিংস, নৈরাজ্যজনক, সংকট ও আতংকময় পরিস্থিতি বিরাজমান। যেই ভোটাররা ভোট দিয়ে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচন করেন সেই ভোটারদের জীবনেরই আজ কোন নিরাপত্তা নেই। গণতন্ত্রের নামে মানুষ হত্যা চালোনো হচ্ছে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারাচ্ছে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ, ককটেলের আঘাতে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট শিশু, হামালা চালানো হচ্ছে সংখ্যালঘুদের উপর ,লুটপাট করা হচ্ছে তাদের সম্পদ। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচনের পূর্বে পাবনার সাঁথিয়া, লালমনিরহাট, সাতক্ষীরাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বারে বারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নৃশংস হামলা, নির্যাতন, উপাসনালয় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। নির্বাচনের রাত থেকেই যশোরের অভয়নগর, মনিরামপুর সহ কয়েকটি স্থানে, সাতক্ষীরা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রদান করার অযুহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িতে হামলা. ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে দুস্কৃতকারীরা। কোথাও কোথাও তাদের হত্যারও হুমকি দেয়া হয়। অভয়নগরে এই হামলায় শতাধিক লোক অংশগ্রহণ করে অন্ড়তঃ ১২০-১৩০ টি বাড়ি ভাঙচুর ও লুট করে। ১০-১২ টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এই তা"বে আতংকিত হয়ে অনেক নর- নারী সাঁতরে নদী পাড়ি দিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। দিনাজপুর সদর উপজেলার চেহেলগাজি ইউনিয়নের কর্ণাই গ্রামে প্রায় দেড় শতাধিক বাড়ি ও দোকানে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। বর্তমানে নিঃস্ব অবস্থায় অবর্ণনীয় দূর্দশার মধ্যে তারা দিন যাপন করছে। গভীর দুঃখ, লজ্জা ও উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা গেছে যে,দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় নির্বাচনকালীন সংখ্যালঘুদের উপর এই নির্যাতন চলে আসছে কিন্তু তার কোন প্রতিকার আজও নেয়া হয়নি। সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও গণতন্ত্র একসাথে চলতে পারেনা। ধর্মভিত্তিকদল জামায়াত শিবির চালিয়ে যাচ্ছে আন্দোলনের নামে নারকীয় ধংসযজ্ঞ। কিন্তু আমরা বলতে চাই ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। এই মানববন্ধন থেকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ অবিলম্বে সকল সংখ্যালঘু জনগনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনের দাবী জানাচ্ছে পাশাপাশি এই ঘটনাগুলোর সাথে জড়িতদের অবিলম্বে সনাক্ত করে গ্রেফতার ও যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছে। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্থ সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের জন্য দ্র"ত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জোর দাবি জানাচ্ছে, দেশের যে কোন স্থানে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তিরোধে প্রশাসন ও আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানাচ্ছ।

মানববন্ধনে সভাপতির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি **আয়শা খানম,** অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক **মালেকা বানু,** যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক **সীমা মোসলেম এবং রাখী দাশ পুরকায়স্থ,** সহ-সাধারণ সম্পাদক **অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম,** বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঢাকা মহানগরের সাধারণ সম্পাদক **রেহোনা ইউনুস**। মানবন্ধনটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আন্দোলন সম্পাদক **কাজী সুফিয়া আখ্তার**।

বার্তা প্রেরক

মালেকা বানু
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

দেশব্যাপী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সহিংস সন্ত্রাসী হামলা, নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধন থেকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রস্ড়াব নিম্নে সংযুক্তি আকারে দেয়া হল।

দেশব্যাপী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সহিংস সন্ত্রাসী হামলা, নির্যাতনের প্রতিবাদে

মানববন্ধন

স্থান: জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে

তারিখ: ৯ জানুয়ারী, ২০১৪

আমরা নির্বাচন পরবর্তী ঘটনায় গভীরভাবে লজ্জিত, উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে আয়োজিত এই মানববন্ধন থেকে প্রস্ড়াব করা হচ্ছে যে,

১. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ অবিলম্বে সকল সংখ্যালঘু জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দাবি জানাচ্ছে। পাশাপাশি এই ঘটনার সাথে জড়িত হামলাকারীদের অবিলম্বে খুঁজে বের করে গ্রেফতার ও যথাযত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছে।

২. ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সংখ্যালঘুদের উপর সন্ত্রাসী হামলাকারীদের ট্রাইবুনালে দ্রুত বিচারের যে সিদ্ধান্ড় নেয়া হয়েছে তা কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করার দাবি জানাচ্ছে।

৩. সংবিধানের ২৮(১) নং ধারায় আছে "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শণ করিবেননা।" এই অনুযায়ী সামাজিক নাগরিক সকল শক্তিকে যার যার অবস্থান থেকে সচেতন থাকার দাবি জানাচ্ছে।

৪. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সহাবস্থান, সম্প্রীতি, শান্ড়ি, সৌহার্দ রক্ষা ও বর্তমান নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর লক্ষে সরকার, প্রশাসন,সকল গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানাচ্ছে।

৫. সংখ্যালঘুদের উপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছে।

৬. একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্থ সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের জন্য দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জোর দাবি জানাচ্ছে।

7. দেশের যে কোন স্থানে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তিরোধে প্রশাসন ও আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানাচ্ছে।